২৫

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো

তারিখ ... 23 JUN 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

দেশ-জাতি-ধর্ম

আল-আমীন

গত ৯ জুন ঢাকার মহাখালীস্থ জমিয়াতুল মোদারেছীন ও মসজিদে গাউসুল আজম কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত মাদ্রাসা প্রধানদের বিশেষ সম্মেলনে ভাষণ দান প্রসঙ্গে ছারছীনার পীর ছাহেব মাওলানা শাহ্ আবুজাফর মোহাম্মদ ছালেহ সম্প্রতি একটি বিশেষ মহল সুকৌশলে মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচনের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে বলে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেন। পীর ছাহেবের এই উদ্বেগ প্রকাশের মুখ্য কারণ সাম্প্রতিক প্রকাশিত মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রদান ও স্বীকৃতি নবায়ন সম্পর্কিত নীতিমালা। এই নীতিমালায় মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রদান ও স্বীকৃতি নবায়নের জন্য জমির পরিমাণ, দূরত্ব, বার্ষিক আয়, সংরক্ষিত তহবিল, সাধারণ তহবিল ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেসব শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা পূরণ করা অধিকাংশ মাদ্রাসার পক্ষেই সম্ভব নয় বলে মুষ্টিমেয় সংখ্যক মাদ্রাসা বাদে বাকীগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, নব-প্রবর্তিত এই নীতিমালায় আলিম স্তরের মাদ্রাসার জন্য মফস্বল এলাকায় ন্যূনতম এক একর পঞ্চাশ শতাংশ, ফাজিল স্তরের মাদ্রাসার জন্য দুই একর এবং কামিল স্তরের মাদ্রাসার জন্য দুই একর পঞ্চাশ শতাংশ জমি থাকার শর্ত রাখা হয়েছে। সে জমি আবার বিভিন্ন স্থানে থাকলে চলবে না— হতে হবে অখণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে থাকতে হবে জমির জমা খারিজ ও ভূমিকর প্রদানের সাম্প্রতিকতম প্রমাণপত্র। সংরক্ষিত তহবিলের ব্যাপারে শর্ত করা হয়েছে আলিম মাদ্রাসার জন্য ত্রিশ হাজার টাকা, ফাজিল মাদ্রাসার জন্য চল্লিশ হাজার টাকা, কামিল মাদ্রাসার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা। এই স্থায়ী আমানত প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র অথবা পাঁচ বছর মেয়াদী স্থায়ী আমানত হিসাবে তফসিলী ব্যাংকে রাখতে হবে এবং তা স্বীকৃতি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ভাংগানো বা উঠানো যাবে না। এ ছাড়া সাধারণ তহবিলের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, আলিম মাদ্রাসার জন্য ২০ হাজার টাকা, ফাজিলের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা এবং কামিলের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা সব সময় তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। দূরত্বের ক্ষেত্রে শর্ত রাখা হয়েছে আলিম মাদ্রাসা ৮ মাইল, ফাজিল মাদ্রাসা ১০ মাইল এবং কামিল মাদ্রাসা প্রতি জেলায় একটি। দাখিল, জুনিয়র দাখিল এবতেদায়ী মাদ্রাসার ক্ষেত্রেও এ ধরনের শর্তাবলী রয়েছে। উল্লেখিত নীতিমালার মাত্র দু'একটি বিষয়ই নমুনাস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা হল এমনি শর্ত রয়েছে আরও অনেক। যারা মাদ্রাসার ইতিহাস, হালহকিকত ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন, এসব শর্তারোপের অশুভ পরিণতি তাদের বোধগম্য না হলেও শত শত মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও হাজার হাজার মাদ্রাসার মুরব্বী ছারছীনার পীর ছাহেব কেবলা এর মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচনের ষড়যন্ত্র এমনকি ক্রমান্বয়ে এ শিক্ষার বিলুপ্তির আলামত দেখে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়েছেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে তিনি এর কারণও উল্লেখ করেছেন তাঁর ঐ ভাষণে। তিনি বলেছেন, দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোন বিত্তবান বা বৈষয়িকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত লোকেরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেননি। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন দীন-দরদী, ফকির-দরবেশ লোকেরা। সাধারণতঃ প্রথমে নিজ বাড়ীতে, নিজস্ব স্বল্প পরিসর জমির উপরে, খড়ের ঘরেই কায়েম করেছেন মাদ্রাসা। নিজ বসত ঘরের টিন খুলে নিয়ে মাদ্রাসার ছাউনি দিয়েছেন এবং নিজে খড়ের ঘরে পরিবার-পরিজন নিয়ে বর্ষায় ভিজেছেন—এমন নজির রয়েছে অসংখ্য। এর পরে মুষ্টি ভিক্ষা করে প্রসার ঘটিয়েছেন এসব প্রতিষ্ঠানের। তাই অখণ্ড আড়াই একর, দুই একর, দেড় একর জমি সংগ্রহ করা যাবে কি উপায়ে? টাকা সংগ্রহের কথা বাদ দিলেও জমিন সংগ্রহ কঠিন ব্যাপার। প্রতিষ্ঠানটির আশেপাশের লোকদের নিকট থেকে প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন এই পরিমাণ জমিন সংগ্রহ করা কঠিনতম ব্যাপার। লোকসংখ্যা বাড়ছে, ঘন হচ্ছে বসতি এলাকা, কমে যাচ্ছে চাষী জমি, এ ক্ষেত্রে কি উপায়ে কম জমিনের উপরে বেশী স্থান করে নেয়া যায় সর্বত্র যখন এই চিন্তা-ভাবনা চলছে, আশেপাশের জায়গার কথা বাদ দিয়ে উপরের দিকে বাড়ানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, বহুতল ভবন নির্মাণ কর্মসূচী নিয়ে কাজ চলছে, ভবনের উপরের শূন্যস্থান বিক্রি হওয়া শুরু হয়েছে—সেক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষাও জমির পরিমাণ বাড়ানোর এই শর্তারোপকে তোঘলকী খেয়াল বা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কোন্ উপযুক্ত বিশেষণে ভূষিত করা যায়—তা আমরা খুঁজে পাই না। শুনেছি, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় স্বল্প পরিসর জমির উপরে কিন্তু উপর দিকে সত্তর তলা। সারাটা দুনিয়া যখন জমিন বাঁচানোর চিন্তায় মশগুল তখন একশ্রেণীর আমলা তোঘলকী খেয়ালে গুম হয়ে আছেন। এদেশের মাটি, মানুষ ও আদর্শের সাথে এদের যোগাযোগ আছে বলে চিন্তা করার কোন হেতু নাই। অবশ্য এদের অধিকাংশ ঐ খ্যাড়ে ছাওয়া খাঁটি মাটির ঘর থেকে এলেও রাজধানীর রাজ প্রাসাদে উঠে আর এদিক সেদিকের কাঁচা পয়সা পেয়ে এখন যেন গ্রাম চিনতেই পারছেন না। সেদিন এক বন্ধু বিষাদ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে এমনি এক পদস্থ আমলার কাহিনী শুনাচ্ছিলেন। এই স্বনাম ধন্য আমলা সাহেবের বৃদ্ধা আম্মা গ্রামের বাড়ীতে বসে ইন্তেকাল করেছেন মাত্র কিছু দিন আগে। আমাদের বন্ধুর আবার তিনি নিকট প্রতিবেশী।

আমলার সাথে দেখা হতেই তিনি তার মাতৃবিয়োগে সমবেদনা প্রকাশ করে মায়ের দাফন-কাফন সমাধা করে কবে নাগাদ ঢাকায় ফিরলেন তা জানতে চাইলেন। আমলাটি মুখ ভার করে বললেন, যাইনি। বন্ধু বিস্ময়ভরে বললেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, কমোট ছাড়া প্রাকৃতিক কাজ সারতে অসুবিধা হয়। গ্রামের বাড়ীতে সেই বাথরুম ফ্যাসিলিটি নাই। আমাদের বন্ধুটির মেজাজ একথা শুনে আর ঠিক রাখা সম্ভব হল না তিনি বললেন, 'তুই যে কাঁচা পায়খানা গাছের অভাবে বাড়ীর পাশের মাঠে নেমে পাছার কাপড় তুলে ঐ কমন সারতিস্ সে দৃশ্য তো আমি আজও ভুলতে পারিনি। জোঁকের মুখে চুন পড়লে যেমন হয় তেমনি হল আমলাটির চেহারার অবস্থা এবং সেই থেকে আমাদের বন্ধুটির সাথে তার সম্পর্কের ইতি। পাঠক ক্ষমা করবেন, সাধে কি আর কবি নজরুল বলেছেন—'দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি যাহা আসে তাহা কই মুখে'

সে থাক। মাদ্রাসার আর্থিক অবস্থার চিত্র পীর ছাহেবের ভাষণেই অনেকটা প্রকাশ পেয়েছে। গরীব, ফকির-দরবেশদের প্রচেষ্টায় মুষ্টি ভিক্ষার অর্থে, গরীব জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত দানে এগুলো প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে এদেশে ইসলামের আলো, কুরআন হাদীসের জ্ঞান বিস্তার করে যাচ্ছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট এইচ, এম, এরশাদের নেক নজরে আজ মাদ্রাসা শিক্ষকদের আর্থিক দুর্গতি অনেকটা লাঘব হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা বলতে গেলে আগের মতই রয়ে গেছে। তাদের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ স্থায়ী আমানতে এবং সাধারণ তহবিলে সব সময় রাখা অসাধ্য ব্যাপার। এ ছাড়া একটি উপজেলায় যেখানে একাধিক ডিগ্রী কলেজ বিদ্যমান সেখানে একটি জেলায় একটি আলিয়া মাদ্রাসা এবং অন্যান্য মাদ্রাসার দূরত্বের শর্ত অবশ্যই এ শিক্ষা সংকোচনের দুরভিসন্ধিপূর্ণ হওয়ার অর্থ বহন করে।

কেন এই দুরভিসন্ধি তা বুঝতে হলে পেছনের ইতিহাস স্মরণ করতে হয়। পীর ছাহেব সে ইতিহাসের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন—"হাজার বছর আগে এদেশে কোন মুসলমান ছিল না। আউলিয়া দরবেশগণ ইসলামের পয়গাম নিয়ে এসে এখানে তা জারি করেন। তাদের চেষ্টার ফলশ্রুতিতেই এখানে আজ শতকরা ৯০ জন মুসলমান।"

তিনি আরো বলেন, "ইংরেজরা মুসলমানদের নিকট থেকে এদেশ কেড়ে নিয়ে প্রায় দু'শ' বছর কব্জা করে রাখে। একশ্রেণীর হিন্দুরা একে মহাসুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে ইংরেজদের সাথে মিশে এখান থেকে মুসলিম নির্মূল করার অভিযান চালায়। তখন এদেশের উলামায়ে কেরাম একদিকে শাসকদের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন অপরদিকে জনগণের মধ্যে এই দীন টিকিয়ে রাখার জন্য দেশের জায়গায় জায়গায় মাদ্রাসা কায়েম করেন। তাদের সীমাহীন চেষ্টার বদৌলতেই এতদঞ্চলে মুসলমানদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি হয় এবং তার বলেই ভারত থেকে পৃথক হয়ে এখানে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি গড়ে ওঠে। এখানে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে এটাও হত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত, স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন সার্বভৌম দেশের প্রশ্নই উঠত না.....

আজ যে আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম দেশ, নিজস্ব পতাকা, নিজস্ব সরকার এর পেছনে রয়েছে আউলিয়ায়ে কেরামের অবদান। আজ বাংলাদেশী মুসলমান প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, সশস্ত্র বাহিনী প্রধান, রাষ্ট্রদূত, সেক্রেটারী, ডিসি, এসপি, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক—এ কি ইসলামের অবদান নয়? ইসলাম আমাদের অস্তিত্বের গ্যারান্টি, ইসলাম আমাদের রক্ষাকবচ। তাই ইসলামকে এখানে জোরদার করতে হবে, ইসলামী তাহজীব-তমদ্দুনের বিকাশ ঘটাতে হবে, ঘটাতে হবে ইসলামী শিক্ষার প্রসার। কিন্তু ইসলাম দুশমনরা, আগ্রাসনবাদীরা, আমাদের শত্রুরা এতে নাখোশ। নাখোশ এজন্য যে, আমাদের স্বতন্ত্র পরিচিতি আছে বলেই স্বতন্ত্র দেশ। এই পরিচিতিকে যদি ভুলিয়ে দেয়া যায়, এই মূল্যবোধ যদি ধ্বংস করা যায়, এই তাহজীব-তমদ্দুন যদি বিনষ্ট করা যায় তবে এ দেশকে সহজে ঘায়েল করা সম্ভব। তাই একটি মহল অত্যন্ত কৌশলে সে চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে।

এরা বিভিন্ন অংগনে সক্রিয় রয়েছে। এরা বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংকুচিত করে করে এর বিলুপ্তি ঘটানো সেই ষড়যন্ত্রেই অংশ।" আমরা পীর ছাহেবের এই মূল্যায়নকে যথার্থ মনে করি। আশার কথা, প্রেসিডেন্ট এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং এই অন্যায় ও অযৌক্তিক বিধি বাতিলের আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা আশা করি, অবিলম্বে তাঁর এই আশ্বাস কার্যকরী হবে এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অচিরেই হবে রাহুমুক্ত।